প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুলাই ২০২২

সম্পাদকীয়

শিক্ষা একটি দেশের উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। আর প্রাথমিক শিক্ষা তারই সূতিকাগার। বর্তমান জনবান্ধব সরকার শিক্ষার মাধ্যমে মানবোন্নয়নের যে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে সেক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সাংবিধানিক অঙ্গীকার পূরণ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সরকার যে নীতি প্রণয়ন করছে তা কার্যকর করছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা'য় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে সরকারের কর্মকাণ্ডের কিছু চিত্র প্রতিফলিত হবে।

'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা'র প্রথম সংখ্যা মুজিববর্ষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এবার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। এ সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা চর্চার ওপর একটি নিবন্ধ, জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন বা NSA সম্পর্কিত একটি পরিচিতিমূলক রচনা, করোনা মহামারিতে শিক্ষার্থীদের শিখন-ঘাটতি পূরণকল্পে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত দুটি প্রকল্প পরিচিতি। এছাড়াও থাকছে প্রাথমিক স্তরে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে ইংরেজি প্রবর্তনের ধারাক্রম বিষয়ে একটি নিবন্ধ এবং শিখনতত্ত্ব নিয়ে একটি রচনা। সংবাদ-প্রতিবেদন অংশে জানুয়ারি ২০২২ থেকে জুন ২০২২ কালপর্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সচিত্র সংবাদ অংশে উল্লিখিত পর্বে অনুষ্ঠিত কার্যক্রমের ছবি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ষাণ্মাসিক নিউজলেটার হিসাবে 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন নিবন্ধ স্থান পায়। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের আগ্রহী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকগণকে সচিত্র সংবাদ/প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ই-মেইলের মাধ্যমে বা ডাকযোগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ আমাদের আগামী প্রকাশনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ

প্রাথমিক শিক্ষার্থীর নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চায় করণীয়

মোহাম্মদ মানিক হোসেন
সহকারী শিক্ষক, খলিশাটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নোয়াখালী

শঠতার সলিল সরোবরে পৃথিবীর মানুষগুলো যখন আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তখন কূলে তরী ভিড়ানোর একমাত্র পন্থা নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষা। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষা মানুষকে এনে দিয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট। এ প্রসঙ্গে নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেন– Try not to be a man of success, but rather try to become a man of value. তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, মানুষের জীবনকে শুদ্ধ ও পরিশীলিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিশল্যকরণী ও প্রথম সূর্যসিঁড়ি হলো নৈতিকতা।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যক্তিজীবনের বুনিয়াদি শিক্ষা। শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি আয়ত্ত করার প্রথম ধাপ প্রাথমিক স্তর। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণের মতে, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষার উপযুক্ত সময় শিশুর ১ বছর থেকে ১০ বছরের মধ্যে। এই স্তরে ভিত তৈরি না হলে জীবন হবে প্রহেলিকাপূর্ণ। এই গুণাবলি বিকাশের দায়িত্ব শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো, "শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগিক বিকাশ সাধন এবং তাদের দেশাত্মবোধে, বিজ্ঞান-মনস্কতায়, সৃজনশীলতায় ও উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।"

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ বছর অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীরা বাংলা, ইংরেজি, প্রাথমিক গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সংগীতসহ মোট ৯টি বিষয়ে ২৯টি নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করবে। ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতার মধ্যে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে ১৫টি (ক্রমিক নং- ১৩ হতে ২২ এবং ২৭ হতে ২৯) অর্জন করতে ১ম ও ২য় শ্রেণিতে শিক্ষক সহায়িকার নির্ধারিত বিষয়বস্তু ছাড়াও ৩য় হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে নির্বাচিত বিষয়বস্তুসমূহের মধ্যে মিলেমিশে থাকা, আমাদের অধিকার ও কর্তব্য, সমাজের বিভিন্ন পেশা, মানুষের গুণাবলি, সমাজে পরস্পরের সহযোগিতা, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, নাগরিক অধিকার, মূল্যবোধ ও আচরণ, পরমতসহিষ্ণুতা, কাজের মর্যাদা, মানবাধিকার, নারী পুরুষ সমতা, গণতান্ত্রিক মনোভাব প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে জাগ্রত করে। অপরপক্ষে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষায় ২টি প্রান্তিক যোগ্যতা (ক্রমিক নং ১ ও ২) অর্জন করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা করতে শিখবে। বাকি ৭টি বিষয়ের ১২টি প্রান্তিক যোগ্যতা সরাসরি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত না হলেও তা শিক্ষার্থীদের ইন্টারপারসোনাল স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য সহায়ক। তাই অন্য বিষয়সমূহে নৈতিকতার আলোকে বিষয়বস্তু সংযোজন করা এখন সময়ের দাবি।

বর্তমানে শিশুদের নৈতিকতা শিখানো জলে জল লেখার মতোই কঠিন। আমাদের ছোট্ট সোনামনিরা চারপাশের দূষিত উপাদান ও পারসুট অফ ম্যাটেরিয়ালিজমের দুর্বার আকর্ষণে খেই হারিয়ে একজন হীন ও আত্মকেন্দ্রিক মানুষে পরিণত হচ্ছে। তবে একজন আশাবাদী মানুষ হিসাবে আমি বিশ্বাস করি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ও ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশের নাগরিক গড়তে হলে যে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনসমাজ দরকার, তা বিনির্মাণে প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলাম ও প্রাথমিক শিক্ষক হতে পারে একটা পরশমণি। মুক্তার মতো হরফে লেখা প্রাথমিক শিক্ষার ১৩টি উদ্দেশ্যের মধ্যে ৭টি উদ্দেশ্য সরাসরি নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত। তাই একজন শিক্ষক হিসাবে, প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলাম আমাকে এক অদ্ভুত স্বপ্নালু ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন করে এবং হৃদয় গহীনে আশার আলো উদ্দীপ্ত করে। এই পশ্চাদগামিতা থেকে উত্তরণের জন্য দুটি করণীয় আছে বলে আমার বিশ্বাস। প্রথমত, শিক্ষকদের 'নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষা' নামক প্রশিক্ষণের আওতায় আনা। দ্বিতীয়ত, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষাকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় হিসাবে কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। জাপানের স্কুলগুলোতে সপ্তাহে কমপক্ষে এক ঘন্টা নৈতিকতা শিক্ষার জন্য বরাদ্দ রাখা হয় এবং ২০১৮ সালে তাঁরা নৈতিকতা শিক্ষাকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় হিসাবে কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করে। অনুরূপ পথে হাঁটছে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নরওয়েসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ।

একজন শিক্ষক নিম্নোক্তভাবে তাঁর শিক্ষার্থীদের "নৈতিকতা ও মূল্যবোধ" শিক্ষা দিতে ও অনুশীলন করাতে পারেন।

- "চাইল্ড ইনটেগ্রিটি ও শিশু বঙ্গবন্ধু ফোরাম" প্রতিষ্ঠা করে শিশুদেরকে সৃজনশীল উপায়ে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা;
- স্টুডেন্ট কাউন্সিলিং, খুদে ডাক্তার দল, কাব-স্কাউট দল, আইসিটি দল ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনা করা;
- বিভিন্ন ভিডিও ক্লিপ অথবা এনিমেটেড কার্টুন শিক্ষা উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা;
- স্কুল নর্মস ও বিভিন্ন সামাজিক কার্যাবলি- যেমন, বাগান করা, অসহায়কে সাহায্য করা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে শিক্ষার্থীর অংগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- "সততার দোকান ও মহানুভবতার দেয়াল" কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ফরাসি বিপ্লবের সময় প্রত্যেক মানুষ অতিমানুষে পরিণত হয়েছিল। আমার বিশ্বাস আমরা শিক্ষকেরা যদি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের অন্তরে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বীজ বপন করতে পারি, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের ভাবী বংশধরেরা এক একটি অতিমানুষে পরিণত হবে। আসুন, সুন্দর মানবিক জীবন গড়তে আমরা শিক্ষকেরা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পাশে থাকি। ■

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন
National Student Assesment (NSA)

শাহ মোঃ মামুন-অর-রশীদ
সহকারী শিক্ষা অফিসার
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জাতীয় শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষার্থী তার স্তরের অধীত বিষয়ের নির্ধারিত শিখনফলসমূহের কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা পরিমাপ করার কৌশল হলো জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন। এ মূল্যায়নে শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিখনফলসমূহ থেকে প্রতিনিধিত্বশীল শিখনফল নির্বাচন করে প্রণীত অভীক্ষাপদের (Test Item) মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতা পরিমাপ করা হয়। এটি একটি নমুনাভিত্তিক মূল্যায়ন।

মানবসম্পদ উন্নয়ন হচ্ছে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু। সেজন্য প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিসহ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ সকল উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে চিন্তনদক্ষতাসহ অন্যান্য দক্ষতা শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা পরিমাপের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতি দু'বছর অন্তর ধারাবাহিকভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা ও গণিত বিষয়ের শিখন অর্জন পরিমাপ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৬ সালে প্রথম জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পরিচালনা করা হয়। ২০০৬, ২০০৮ ও ২০১১ সালে এ মূল্যায়নের মাধ্যমে সরকারি ও রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন পরিমাপ করা হয়। ২০১৩ সালে জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়নের আওতা বিস্তৃত করে ৭ ধরনের (সরকারি, রেজিস্টার্ড, কেজি, উচ্চ বিদ্যালয়সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, ব্রাক সেন্টার ও রস্ক) বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন পরিমাপ করা হয়। নির্বাচিত বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণি হতে ২৫জন ও ৫ম শ্রেণি হতে ২০জন করে শিক্ষার্থী নমুনায়নের ভিত্তিতে মূল্যায়নে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের জাতীয় মূল্যায়ন কোষ (NAC)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (NCTB) প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং (PCW) ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (NAPE)-এর অংশগ্রহণে জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়নের অভীক্ষাপদ (Test Item) প্রণয়ন করা হয়। প্রতিটি অভীক্ষাপদ শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতা পরিমাপের জন্য প্রণীত হয়। এ মূল্যায়নে পাঠ্যপুস্তকের কোনো বিষয়বস্তু ব্যবহার করা হয় না। কারিকুলাম অনুসরণ করে পাঠ্যপুস্তকের সমমানের প্রস্তুতকৃত বিষয়বস্তু থেকে কারিকুলামে বর্ণিত শিখনফল থেকে শিখনফল নির্বাচন করে অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করা হয়। ৩য় শ্রেণির বাংলা ও গণিতের জন্য ৩৫টি (৩০টি বহুনির্বাচনী ও ৫টি সংক্ষিপ্ত উত্তর) এবং ৫ম শ্রেণির বাংলা ও গণিতের জন্য ৪০টি (৩৫টি বহুনির্বাচনী ও ৫টি সংক্ষিপ্ত উত্তর) অভীক্ষাপদ এ মূল্যায়নের অভীক্ষাপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ পর্যন্ত ২০০৬, ২০০৮, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫ ও ২০১৭ সালে NSA পরিচালনা করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা

- জাতীয় শিক্ষাক্রমভুক্ত নির্দিষ্ট স্তরের নির্ধারিত বিষয়ের শ্রেণি-উপযোগী শিখনফল অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের অর্জন পরিমাপ করার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক মান নিরূপণ করা।
- শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনে আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাব নিরূপণ করা।
- শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনে সম্পৃক্ত বিদ্যালয়ের সহায়ক উপাদানসমূহ চিহ্নিত করা।
- ভালো ফলাফল অর্জিত বিদ্যালয়ের সাথে সাধারণ বিদ্যালয়ের পার্থক্য শনাক্ত করা।
- শিক্ষাক্রমের উপযোগিতা যাচাইকরণ।
- শিক্ষকদের পাঠদানের সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে শিক্ষকের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিসহ পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যকরী পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা।

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন অনুষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম

নমুনা নির্বাচন

- প্রশাসনিক ০৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলা থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাচন।
- নির্বাচিত উপজেলা থেকে Probalility Proportionate to Size (PPS) অনুসরণ করে বিদ্যালয় (সপ্রাবি, জাতীয়করণকৃত, কেজি, উবিসংলগ্ন, এতবেদায়ী ও উচ্চ মাদ্রাসা এবং ব্র্যাক) নির্বাচন।
- নির্বাচিত প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে Random sampling পদ্ধতি অনুসরণ করে ৩য় শ্রেণি থেকে ২৫জন করে এবং ৫ম শ্রেণিতে ২০জন করে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা।

অভীক্ষাপদ প্রণয়ন

- বিশেষজ্ঞ কর্তৃক Farmework ও Blue Print প্রণয়ন;

- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে ভালো করেছে এমন ১০টি বিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ের ১০জন এবং গণিত বিষয়ের ১০জন শিক্ষক নির্বাচন;
- নির্বাচিত শিক্ষকগণকে অভীক্ষাপদ প্রণয়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং চূড়ান্তভাবে প্রতি বিষয়ে ০৮জন করে ১৬জন শিক্ষক নির্বাচন;
- নির্বাচিত শিক্ষক, NAC, NAPE ও NCTB কর্মকর্তাগণ কর্তৃক Farmework অনুসরণ করে ০৮ সেট খসড়া অভীক্ষাপদ প্রণয়ন;
- নির্বাচিত শিক্ষক, NAC, NAPE ও NCTB কর্মকর্তাগণ ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে পাইলটিং-এর জন্য ০৮ সেট থেকে ০২ সেট খসড়া অভীক্ষাপদ প্রণয়ন;
- পাইলটিং-এ প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত অভীক্ষাপদগুলোর সমন্বয়ে মূল্যায়নের জন্য চূড়ান্ত অভীক্ষাপত্র প্রণয়ন।

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পরিচালনা

চূড়ান্ত অভীক্ষাপত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত বিদ্যালয়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ওপর জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পরিচালনা করা হয়। সাধারণত নভেম্বর মাসে এ মূল্যায়ন পরিচালনা করা হয়।

জাতীয় মান বিশ্লেষণ

মূল্যায়নে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতাকে নিম্নোক্ত ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয় :

১. Advanced : নির্দিষ্ট শ্রেণির উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী
২. Proficient : নির্দিষ্ট শ্রেণির যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী
৩. Basic : নির্দিষ্ট শ্রেণির নিম্ন যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী
৪. Below Basic : নির্দিষ্ট শ্রেণির অনেক নিম্ন যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী।

অভীক্ষা	সাল	Below Basic	Below	Proficient	Advanced
বাংলা ৩য়	২০১৫	২৫%	২৫%	৩৫%	৬%
	২০১৭	২০%	২০%	৩৩%	৯%
বাংলা ৫ম	২০১৫	১১%	১১%	৩৭%	৮%
	২০১৭	১৬%	১৬%	৩৬%	৮%
গণিত ৩য়	২০১৫	২৭%	৪৫%	২২%	৬%
	২০১৭	২৮%	৩৮%	২৫%	৯%
গণিত ৫ম	২০১৫	৩৪%	৪২%	২০%	৫%
	২০১৭	২৬%	৪১%	২৪%	৮%

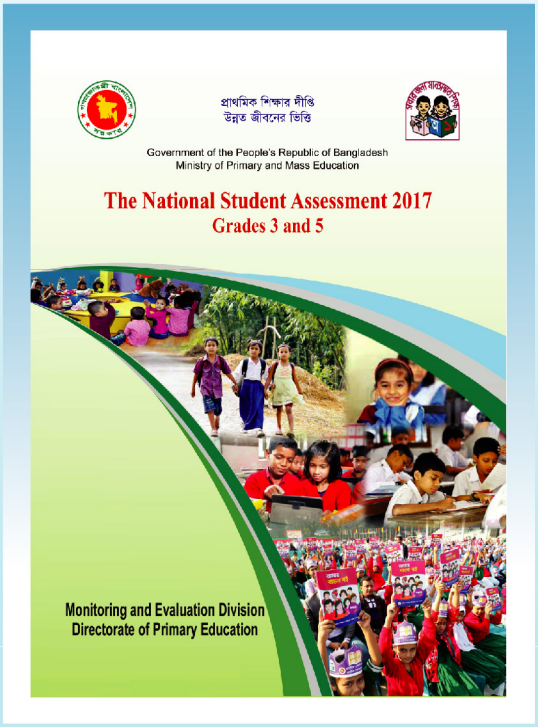

শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনে সহায়ক উপাদানের প্রভাব নিরূপণ

শিক্ষার্থীর শিখন পারদর্শিতা অর্জনে বিদ্যালয়ে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষার্থীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং বিষয় শিক্ষকের দক্ষতা কতটুকু প্রভাবিত করে তা নিরূপণ করা হয়। সেজন্য নমুনায়িত বিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক তথ্যছক, প্রধান শিক্ষক ও বিষয় শিক্ষক তথ্যছকের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে উপাদানসমূহ শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনকে কতটুকু প্রভাবিত করে তা নিরূপণ করা হয়।

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন (NSA)-এর সাথে প্রাথমিক সমাপনী এবং বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের পার্থক্য

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পরীক্ষার সাথে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা এবং বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ করা গেছে। এই ব্যাপক পার্থক্যের মূল কারণ ৬টি।

এক. শিক্ষার্থীদের এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন করা হয়নি। **দুই.** যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের অভ্যস্ত করা হয়নি। **তিন.** শিক্ষক শ্রেণিপরীক্ষা ও প্রান্তিক পরীক্ষায় শিক্ষাক্রমে বর্ণিত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে প্রশ্ন প্রণয়ন করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করেননি। **চার.** শিক্ষার্থীর গঠনকালীন মূল্যায়নে যেমন, শ্রেণি কার্যক্রম এবং শ্রেণি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর যোগ্যতা মূল্যায়ন করেননি। এক্ষেত্রে শিক্ষকগণ বিষয়ের অধ্যায়ে বর্ণিত অনুশীলনীতে প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী মূল্যায়ন করেছেন। **পাঁচ.** মাঠপর্যায়ের মেন্টরদল যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন সম্পর্কে পর্যাপ্তমাত্রায় অবহিত নন। **ছয়.** জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে অনুশীলনহীনতা।

প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী মূল্যায়নে NSA-এর মানদণ্ডসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হলে প্রাথমিক শিক্ষায় বৈশ্বিক মান অর্জন সম্ভব হবে।■

মূল্যায়ন ও সুপারভিশনে ডিজিটাল প্লাটফর্ম

ছাদেকুন নাহার, শিক্ষা অফিসার
প্রশিক্ষণ বিভাগ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় 'গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষা' নিশ্চিতকরণে শিক্ষকগণ প্রধান ভূমিকা পালন করেন। মূলত শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষকের দক্ষতার ওপর শিক্ষার গুণগত মান নির্ভর করে। অপরদিকে, শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষা বিশেষজ্ঞের ভূমিকা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বিশেষ করে, শ্রেণিশিক্ষকের শিখন-শেখানো কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে একাডেমিক সুপারভাইজারগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

শ্রেণিশিক্ষকের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও নিয়মিত ফলাবর্তন প্রদানের মাধ্যমে একাডেমিক সুপারভাইজারগণ সকল শিক্ষার্থীর জন্য চাহিদা মোতাবেক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারেন।

শিক্ষার্থীর শিখনফল কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণে ধারাবাহিক মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত সামষ্টিক মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জিত হলো কিনা তা নির্ণয় করা সম্ভব হলেও ফলাবর্তনের মাধ্যমে তা সংশোধনের বিশেষ কোনো সুযোগ থাকে না। এছাড়া নম্বরভিত্তিক মূল্যায়নের ফলে শিক্ষার্থীদের শিখন-দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ সহজ নয়। এক্ষেত্রে গঠনমূলক বা ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন-দুর্বলতা তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত করে কার্যকর ফলাবর্তন প্রদান করা যায়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে। তাছাড়া বিষয়ভিত্তিক নিয়মিত ফলাবর্তন গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী খুব সহজে শিখনফল অর্জনে দিক-নির্দেশনা লাভ করে। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ফলে ১৯৮৬ সালে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হলেও বিভিন্ন কারণে তা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা যায়নি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)'র আর্থিক (অনুদান) ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত 'সাপোর্ট টু কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট ইন প্রাইমারি এডুকেশন' প্রকল্পটি প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে এবং শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে ডিজিটাল প্লাটফর্ম বাস্তবায়নে কাজ করছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো একটি ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়ন (Formative Assessment)-এর মাধ্যমে গুণগত এবং কার্যকর ফলাবর্তন প্রদান (Qualitative and Effective Feedback) এবং ফলাফল সংরক্ষণকে সহজতর করা। গাঠনিক মূল্যায়ন ও সুপারভিশন বাস্তবায়নের সাহায্যে শিক্ষকদের দক্ষতার উন্নয়ন, পাঠপর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট পরিমার্জন এবং ডিপিই'র সমন্বিত EMIS উন্নয়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান। প্রকল্পের মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৯৬ লাখ টাকা। প্রকল্পের বর্তমান মেয়াদ জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২২ হলেও মূলত কোভিড-১৯ জনিত কারণে এর মূল কার্যক্রম শুরু হয় সেপ্টেম্বর ২০২১ বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু করার পর। বর্তমানে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনার অনুমোদন প্রক্রিয়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চলমান রয়েছে।

প্রধান কার্যাবলি

এই প্রকল্পের আওতায় মূলত দুই ধরনের কার্যাবলি সম্পাদন প্রক্রিয়া চলমান। প্রথমত, গাঠনিক মূল্যায়ন ও সুপারভিশনের জন্য একটি ডিজিটাল প্লাটফর্ম প্রস্তুত করা। দ্বিতীয়ত, ডিপিই'র সমন্বিত EMIS উন্নয়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

১. গাঠনিক মূল্যায়ন ও সুপারভিশনের জন্য ডিজিটাল প্লাটফর্ম

ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গাঠনিক মূল্যায়ন ও সুপারভিশন আরও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি ব্লেন্ডেড ডিজিটাল প্লাটফর্ম প্রস্তুত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে গাঠনিক মূল্যায়ন ও পাঠপর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। আরটিআই ইন্টারন্যাশনালের বৈশ্বিক সফটওয়্যার 'টেঞ্জারিন' কাস্টমাইজেশনের মাধ্যমে এই ডিজিটাল প্লাটফর্মটি তৈরি করেছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই প্লাটফর্মটি তৈরি করার জন্য এশিয়ান ডেভেলপম্যান্ট ব্যাংক (এডিবি) আরটিআই ইন্টারন্যাশনালকে একটি পরামর্শক সংস্থা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। প্লাটফর্মটি মোবাইল, ট্যাব বা কম্পিউটারসহ যেকোনো ডিভাইসে ব্যবহার করা যাবে। প্লাটফর্মটি পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর তা ডিপিই'র সমন্বিত EMIS-এ সংযুক্ত হবে, যাতে করে ডিপিই নিজেই তা রক্ষণাবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে।

গাঠনিক মূল্যায়ন

এই প্লাটফর্মে প্রাথমিকভাবে তৃতীয় শ্রেণির বাংলা ও গণিত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের ওপর বিভিন্ন আইটেম সন্নিবেশিত থাকবে। পরে অন্যান্য বিষয় ও শ্রেণি এখানে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ থাকবে।

মূল্যায়নের আইটেমগুলো কেমন হবে, কতদিন পর পর মূল্যায়ন সংঘটিত হবে, মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ কীভাবে করা হবে এসব বিষয়ের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক প্রণীত বিদ্যালয় ও শ্রেণিভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা (এসসিবিএ) সম্পূর্ণরূপের অনুসরণ করা হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ নির্ধারিত সময় পর পর শিক্ষার্থীদের দক্ষতার মূল্যায়ন করবেন এবং ফলাফলের ভিত্তিতে পাঠপরিচালনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসবেন। ডিজিটাল প্লাটফর্মে মূল্যায়নের ফলাফলগুলো সংরক্ষিত থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এই তথ্যগুলো খুব সহজে দেখতে পারবেন এবং রিপোর্ট প্রস্তুত করতে পারবেন।

পাঠপর্যবেক্ষণ ও সুপারভিশন

এই প্লাটফর্মে পাঠ পর্যবেক্ষণের জন্য একটা টুল সন্নিবেশিত থাকবে। এই টুলটি ডিপিই'র ই-মনিটরিং চেকলিস্ট ও একাডেমিক সুপারভিশন টুলের সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে প্রয়োজনে টুলটিকে আরও পরিমার্জন করা যাবে। পাঠপর্যবেক্ষণের সময় সুপারভাইজারগণ এই টুলটি ব্যবহার করবেন এবং পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্লাটফর্মে সংরক্ষণ করবেন। পর্যবেক্ষণের তথ্যগুলো গাঠনিক মূল্যায়নের তথ্যের সঙ্গে ক্রসচেক করা যাবে। সুপারভাইজার সহজেই গাঠনিক মূল্যায়নের ফলাফল দেখতে পাবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক পাঠপরিচালনা করেছেন কিনা তা যাচাই করতে পারবেন।

ডিজিটাল প্লাটফর্ম পাইলটিং

ডিজিটাল প্লাটফর্ম পাইলটিং কার্যক্রম দুইটি পর্যায়ে ১২০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ঢাকা জেলার সাভার উপজেলা এবং ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার ১০টি বিদ্যালয়ে প্রথম এবং সারাদেশ থেকে নির্বাচিত আরও ১১০টি বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের পাইলটিং ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। পাইলটিং পর্যায়ে কেবল তৃতীয় শ্রেণির বাংলা ও গণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্যাকবোন লিমিটেড পরামর্শক সংস্থা হিসেবে এই পালটিং-এর কাজ বাস্তবায়ন করছে।

পাইলটিং-এর জন্য নির্বাচিত প্রতিটি বিদ্যালয় হতে মোট ০৪জন করে শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এর মধ্যে ০২জন যারা সাধারণত বাংলা বিষয়ে পাঠদান করেন এবং ০২জন যারা সাধারণত গণিত বিষয়ে পাঠদান করেন। প্রথম পর্যায়ে ১০টি বিদ্যালয়ে ৪০জন শিক্ষককে পাইলটিং-এর জন্য একটি করে ট্যাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই প্লাটফর্মটি যেকোনো ডিভাইসেই ব্যবহার করা যেতে পারে। সুপারভিশনের জন্যে এডিবি কর্তৃক বেশ কয়েকজন পেডাগজি বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্প এলাকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণসহ এই পেডাগজি বিশেষজ্ঞগণ নিয়মিত স্কুল পরিদর্শন করছেন এবং পাঠপর্যবেক্ষণ করছেন। পর্যবেক্ষণের সময় বিগত সময়ের গাঠনিক মূল্যায়নের ফলাফলের সঙ্গে শিক্ষকের পাঠপরিচালনার সম্পর্ক স্থাপন করে পরামর্শ ও মেনটরিং করছেন। পাইলটিং পর্যায়ে বর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রতিটি বিদ্যালয়ে মাসে দুইবার করে পরিদর্শন করবেন এবং প্রতিবার ০৪টি পাঠ (প্রতিটি শিক্ষকের ১০টি করে) পর্যবেক্ষণ করবেন। পাঠপর্যবেক্ষণের তথ্যগুলোও ডিজিটাল প্লাটফর্মে সংরক্ষিত থাকবে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে মাঠপর্যায়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ এই সংরক্ষিত তথ্যগুলো খুব সহজেই দেখতে পারবেন।

২. ডিপিই'র সমন্বিত EMIS প্রস্তুতকরণে সহায়তা

পিইডিপি ৪-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী ডিপিই একটি সমন্বিত EMIS প্রস্তুত করছে, যেখানে বিভিন্ন সিস্টেম একটি প্লাটফর্মে সন্নিবেশিত থাকবে। এটির বর্তমান নাম Primary Education Management Information System (PEMIS)। এই কাজের জন্য এডিবি পরামর্শক সংস্থা DSIL-কে নিয়োগ দিয়েছে। পরামর্শক সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেমগুলো (PEMIS)-এ সন্নিবেশিত করবে।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে সাপোর্ট টু কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট ইন প্রাইমারি এডুকেশন প্রকল্পটি মাঠপর্যায়ে গাঠনিক মূল্যায়ন, পাঠপর্যবেক্ষণ এবং সুপারভিশন কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে শিক্ষক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। ■

দুর্গম এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য প্রিন্টেড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস্

মুহাম্মদ ফজলে এলাহী
প্রোগ্রাম অফিসার, সিএসএসআর প্রকল্প

সামাজিক, জাতীয় কিংবা বৈশ্বিক উন্নয়নের মূল অনুষঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা। এটি শিক্ষার পরবর্তী সকল স্তরের ভিত্তি রচনা করে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে ও সম্প্রসারণে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে আসছে যেটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ও সমাদৃত। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ ও সরকারের গৃহীত রূপকল্প বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর যখন দৃপ্ত প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই করোনা নামক জীবনঘাতী ভাইরাস বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকেও ব্যাহত করেছে। ২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা ভাইরাস শনাক্ত হলেও ১৭ মার্চ থেকে সমগ্র দেশে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ওই পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর দেশের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠদান কার্যক্রম বিকল্প উপায়ে অব্যাহত রাখার জন্য বিবিধ পরিকল্পনা এবং নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশন (জিপিই)-এর আর্থিক সহায়তায় বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ 'কোভিড-১৯ স্কুল সেক্টর রেসপন্স' (CSSR) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ অন্যতম। যার কার্যক্রম জুলাই ২০২০ থেকে শুরু হয়। সমাজের আর্থিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত দুর্গম এলাকার ছাত্রছাত্রীদের করোনাকালীন শিখন-ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা-কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়াই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে লকডাউনের সময় শিক্ষার্থীদের পাঠচর্চা ও পাঠে মনোযোগী রাখার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ২০২০ সালের ৭ এপ্রিল থেকে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে 'ঘরে বসে শিখি' এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক শিক্ষার্থী যাদের কাছে টেলিভিশন কিংবা ইন্টারনেট সুবিধা নেই তারাও যেন নিজেদের সুরক্ষিত রেখে ঘরে বসে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারে সে লক্ষ্যে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে বাংলাদেশ বেতার ও কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে পাঠ-সম্প্রচার কার্যক্রম চালু করে। সরকারি পর্যায়ে রেডিও, টেলিভিশন এবং গুগলমিট-এর মাধ্যমে Accelerated Remedial Learning Plan (ARLP) অনুসরণে অনলাইনে পাঠদান ব্যবস্থা ও শিক্ষকগণের হোম ভিজিট ও ওয়ার্কশিট বিতরণ করা হলেও দেশের দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকা, যেখানে টেলিভিশন, বেতার ও ইন্টারনেটের সুবিধা অপ্রতুল সেসব এলাকার শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এই প্রকল্পের Technical Assistance Project Proposal (TAPP)-এ ১,৫০,০০০ শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণি এবং বিষয়ভিত্তিক Printed Learning Materials উন্নয়নের সংস্থান রয়েছে।

দুর্গম এলাকা বিবেচনায় দেশের ১৫টি জেলার ১৭টি উপজেলার ৮৪২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১,৫০,৯৩৩ জন শিক্ষার্থী এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য ২ সেট করে মোট ১০,১০৪ সেট, সর্বমোট ১,৬১,০৩৭ সেট প্রিন্টেড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস্ উন্নয়ন এবং বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, a2i-এর প্রতিনিধি এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণের অংশগ্রহণে একটি কর্মশালায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) নির্ধারিত শিক্ষাক্রমের অত্যাবশ্যকীয় শিখনফল এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের কোন কোন পাঠে সহায়তা প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তী স্তরে একাধিক কর্মশালার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি হতে পঞ্চম শ্রেণির শিশুদের জন্য বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে ১৯টি অনুশীলন বই/ওয়ার্কবুক, কার্ড এবং অন্যান্য লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস্ তৈরি করা হয়। অনুশীলন বই/ওয়ার্কবুকে প্রদত্ত কাজ/অ্যাক্টিভিটিগুলো শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে পাঠ গ্রহণের পাশাপাশি বাড়িতে অনুশীলন করবে। এই কাজ/

অ্যাক্টিভিটিগুলো শিশুরা যাতে শিক্ষক, অভিভাবক ও পরিবারের অন্যদের পরামর্শ নিয়ে নিজে করতে পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং অনুশীলন বা ওয়ার্কবুকে পর্যাপ্ত জায়গা রাখা হয়েছে।

আশা করা যায়, শিক্ষক, অভিভাবক এবং মাঠপর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সকলের সহায়তায় এই লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস্ সঠিকভাবে ব্যবহার করা গেলে দুর্গম এলাকার সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীরা পাঠে উপকৃত হবে। এই লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস্ সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিতরণ করা হবে। এ ছাড়া শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরাও এ লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস্ ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারে। উক্ত লার্নিং প্যাকেজ ব্যবহারে সুফল পাওয়া গেলে এ অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে এই সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হবে। Sustainability Plan-এ দেশের সকল শিক্ষার্থীর জন্য বিবেচনা করার সুপারিশ করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে উক্ত 'লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস্' আপলোড করারও পরিকল্পনা রয়েছে। যাতে যেকোনো বিদ্যালয় চাহিদা মোতাবেক স্থানীয়ভাবে নিজেরা প্রিন্ট করে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ এবং শ্রেণি শিখন-শেখানো কার্যক্রমে লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস্ হিসাবে ব্যবহার করতে পারে।

প্রিন্টেড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস্-এর বৈশিষ্ট্য

- প্রতিটি প্রিন্টেড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস্ (অনুশীলন বই/ওয়ার্কবুক, ছবিযুক্ত কার্ড, সংখ্যার মিলকরণ কার্ড এবং খেলা) আকর্ষণীয়ভাবে ডিজাইন করা হয়েছে।
- শিশুবান্ধব অলংকরণ এবং চার রঙে ছাপা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে শিখনে উৎসাহিত হবে।
- শিখন-ঘাটতি নিরসনে অনুশীলন বই/ওয়ার্কবুকের বিষয়বস্তুগুলো সহজ থেকে অপেক্ষাকৃত কঠিন ক্রমে সাজানো হয়েছে। ভাষা দক্ষতা উন্নয়নে বাংলা লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস্ বিশেষ ভূমিকা রাখবে।
- ইংরেজি একটি বিদেশি ভাষা হওয়া সত্ত্বেও এই বিষয়ের লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস্ ভাষা দক্ষতা উন্নয়নে সাহায্য করবে।
- শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও যৌক্তিক চিন্তা বিকাশে সহায়তার জন্য এই বিষয়ের লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস্-এ প্রয়োজনীয় অনুশীলনের সুযোগ রাখা হয়েছে।
- বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে শিখন কার্যক্রমে সমস্যা সমাধানভিত্তিক বিভিন্ন প্রকার অনুশীলনের সুযোগ রাখা হয়েছে।
- অনুশীলন বইয়ের অ্যাক্টিভিটিগুলো সংশ্লিষ্ট শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে।
- শিক্ষকের বিষয়ভিত্তিক ধারণা প্রদানের পাশাপাশি অনুশীলন বইয়ের কাজগুলো সম্পূরক ম্যাটেরিয়ালস্ হিসেবে কাজ করবে।
- কাজ/অ্যাক্টিভিটিগুলো অনুশীলন করার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে করতে পারে।
- অনুশীলন বই/ওয়ার্কবুকগুলোতে প্রয়োজনীয় ছবি, চিত্রাংকন, শূন্যস্থান পূরণ, মিলকরণ, শ্রেণিকরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যা সমাধান প্রভৃতি কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর কাছে সহজতর ও আকর্ষণীয় করার জন্য অনুশীলন বইয়ের পাশাপাশি প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ভাষা শেখার কার্ড ও খেলার উপকরণ রাখা হয়েছে। যেমন- লুডু, চক্রমিল খেলা ইত্যাদি। প্রতিটি খেলার বোর্ডের পেছনে খেলার নিয়মগুলো লেখা হয়েছে।

প্রিন্টেড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস্ সম্পর্কে নির্দেশনা

- এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও প্রধান শিক্ষকগণ তালিকাভুক্ত বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের মাঝে এই লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস্ বিতরণ নিশ্চিত করবেন।
- লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস্ যাতে যথাযথ ব্যবহার হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- অভিভাবকগণ যেন সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারেন তার জন্য শিক্ষক অভিভাবকগণকে অনুশীলন বই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন।
- অভিভাবকবৃন্দ প্রয়োজনে বাড়িতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণগুলো নিয়ে কাজের সময় যেন সহায়তা দিতে পারেন সেজন্য তাদের এগুলো নিয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন। এই কাজটি মা সমাবেশ, উঠান বৈঠক ও অভিভাবক সমাবেশের সময় করা যেতে পারে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থীর শিখন-ঘাটতি বেশি হয়ে থাকে এবং শ্রেণি শিখন-শেখানো কাজে সাবলীলভাবে অংশগ্রহণ তার জন্য অসুবিধা হয়, তাহলে শিক্ষক তাকে ওই পাঠের সাথে মিল রেখে পূর্ববর্তী শ্রেণির অনুশীলন বইয়ের কাজগুলো করতে দেবেন।

এই 'প্রিন্টেড লানিং প্যাকেজ'টি যাতে শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ও অভিভাবকবৃন্দ নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ■

A Flashback : English in Primary Education

Mahbubur Rahman
Assistant Specialist, NAPE

The colonial period is solely liable for the widespread usage of English in Bangladesh and its inclusion into academic curricula. The British Colony was the first contact phase between the English and the natives of the Indian subcontinent. The British left in 1947, yet the inhabitants of this region still inherit the heritage of British colonial practices and beliefs, including the English language. Three distinct well-established educational systems were found in India by the British: the 'Aryan' system predominant in the north, the 'Dravidyan' system in the south, and the third was the 'Muslim' system.

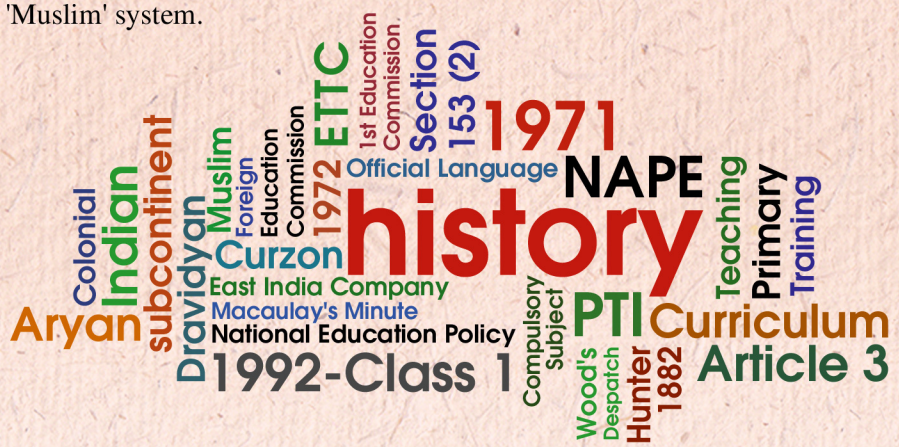

English in Bangladesh as a Part of the Indian Subcontinent

Christian Missionaries from British were the first to promote English in India, establishing missions and Christian schools in India. The East India Company urged them to enhance the use of English in 1698. Charles Grant's Charter of 1793 also inspired them to teach English in India and reform the moral structure of Indian society. In 1795, the Rajas of Tanjore and Marwar founded an English medium school by Reverend Swartz.

On 7 March 1835, Governor General Lord William Bentinck accepted Thomas Macaulay's cause of English teaching and learning. Macaulay's Minute of 1835 sought to reframe policy regarding the medium, declaring English to be the language "best worth knowing" and "most useful to our native subjects." It also revealed a proposal to build a college in Dhaka.

Sir Charles Wood's Despatch (1854) revised the refined education policy of Macaulay.The Hunter Education Commission was appointed in 1882 to investigate the principles of Despatch Reports and recommended that primary education for the masses be prioritized. The provincial government was supposed to provide it, extend it, and improve it. The Hunter Board of Education's recommendations backed Lord Curzon's 1904 resolution, which affirmed that efficient extension of primary education was one of the essential obligations of the state. Later, Sergent's report of 1944 called for free, compulsory, and universal education for children between the ages of six to fourteen.

English in Pre-Independent Bangladesh

On 14 August 1947, after independence, English became a language of communication, allowing contact between the multilingual communities of Pakistan. At the time of partition, English was the official language of Pakistan, and it was taught as a compulsory subject in both primary and secondary schools. The status of English was the second language due to the increasing importance of communication and functional purposes. Later, in 1956, Pakistan's constitution (article 214) clarified that English would be the official language for the next twenty years. As a result, English emerged the second language in the government and non government offices. As for the academic curriculum, it was taught as a subject in Bengali medium schools from classes 3 to 10.

English in Independent Bangladesh

The mission of the new government after liberation was to rebuild the 'English language teaching and learning System.' Article 3 of the constitution of Bangladesh, adopted in 1972,

recognized Bangla as the official language of the country. Regarding a discrepancy between Bangla and English versions, section 153(2) of the Constitution also prioritized Bangla. In 1971, due to the strong sentiment of patriotism of the people, Bangla gained greater prestige in all areas of society, especially in education. The status of English was not mentioned. As a result, English automatically switched from a second to a foreign language. (Hamid & Baldauf, 2014).

- In 1972, the first (Kudrat E Khuda) education commission was formed. The English language was given priority as a foreign language to be taught from class 6. According to this commission, English was introduced as a foreign language from classes 6 to 12.
- In 1976, the national curricula and syllabus committee (English Teaching Taskforce Commission) was formed, and according to their recommendations, English was made compulsory from class 3 or class 6 (depending on the availability of English teachers) up to class 12.

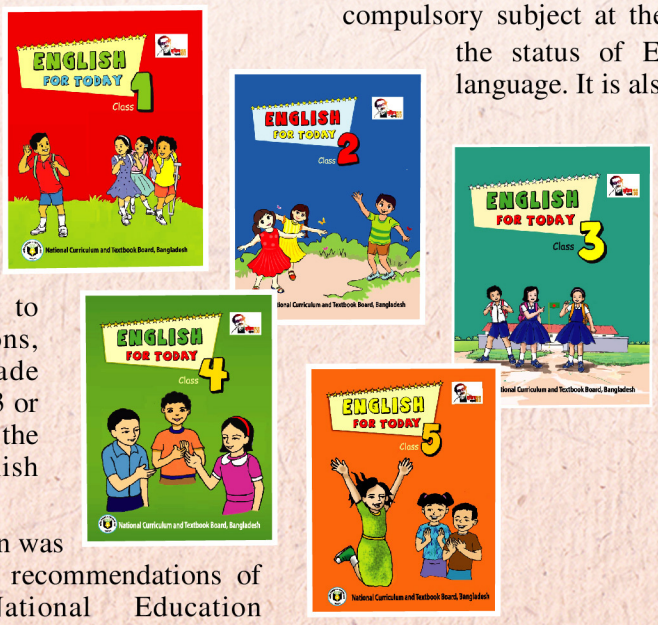

- In 1986, another decision was made according to the recommendations of the Bangladesh National Education Commission. Class 3 was recommended starting point for English language education, whereas class 6 was a uniform starting point for English language education.
- In 1991, following the recommendation of the National Curriculum Committee, English was introduced in class 3 as a compulsory subject.
- In 1992, a significant decision was made, English was introduced as a compulsory subject from class 1.
- In 2000, emphasis was given to learning English from primary school, as recommended by the National Education Policy.
- In 2003, National Education Commission set the goal to familiarize students with the English language as a foreign language and organize overseas training for the trainers of the Primary Teachers' Training Institute (PTI) and National Academy for Primary Education (NAPE), as well as local training for all school teachers to improve English education. It also emphasized rebuilding the overall English language curriculum.
- In 2010, National Education Policy, English was recognized as an essential tool for establishing a knowledge-based society.
- In 2021, the National Curriculum Framework designated English as a foreign language in Bangladesh; the curriculum of English must keep a harmonious balance between a concentration on real-life application and knowledge of the situations.

In Bangladesh, English is currently taught as a compulsory subject at the primary level and the status of English is a foreign language. It is also taught from class 1 among 6-years-old learners (Rahman & Pandian, 2018a). ■

Bibliography

1. Rahman, M. M., & Pandian, A. (2018). A critical investigation of English language teaching in Bangladesh: Unfulfilled expectations after two decades of communicative language teaching. English Today, 34(3), 43-49.
2. Hamid, M. O., &Baldauf Jr, R. B. (2014). Public-private domain distinction as an aspect of LPP frameworks: A case study of Bangladesh. Language Problems and Language Planning, 38(2), 192-210.
3. Rahman, M. M., Islam, M. S., Karim, A., Chowdhury, T. A., Rahman, M. M., Seraj, P. M. I., & Singh, M. K. M. (2019). English language teaching in Bangladesh today: Issues, outcomes and implications. Language Testing in Asia, 9(1), 1-14.
4. Arafat, S. M., &Mehnaaz, S. R. (2020). History of English Teaching in Bangladesh: From Inception to Present Practice. International Journal of Science and Business, 4(5), 50-56.
5. Islam, M. N., & Hashim, A. (2019). Historical Evolution of English in Bangladesh. Journal of Language Teaching & Research, 10(2).

থর্নডাইকের ‘প্রচেষ্টা ও ভুল’ তত্ত্ব : শ্রেণিকক্ষে এর ব্যবহার

শরীফ উদ্দীন, ইনস্ট্রাক্টর (সাধারণ)
শরীয়তপুর পিটিআই

প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ-এর অপর নাম সংযোজনবাদ। মতবাদটির উদ্ভাবক ই.এল. থর্নডাইক। তাঁর মতে, উদ্দীপক আর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সঠিক সংযোগ স্থাপনই হলো শিখন। আর সঠিক সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রাণী বার বার চেষ্টা করে ভুলগুলোকে শুধরে ফেলে এবং এক সময় সঠিক সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়। বলা হয় যে তখনই শিখন সম্পূর্ণ হয়।

ভাষা, অংক, নামতা, ব্যাকরণ, যন্ত্রাদি পরিচালনা ইত্যাদি শিখতে মানুষ প্রথমে ভুল করে ও তারপর প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সে ভুলগুলো শুধরে সঠিক প্রতিক্রিয়ায় করতে পারে। শিশু ও ইতর প্রাণীর জন্য পদ্ধতিটি সহায়ক। তবে এই পদ্ধতিতে শিখনে সময়ের অপচয় ঘটে, অন্ধ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলে মনে হয়। কিন্তু শিখনের ক্ষেত্রে বিচার, বিবেক, উপলব্ধির স্থান আছে। অনুশীলন ছাড়া কেউ দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। জীবনের সাথে সম্পর্কিত যে শিখন তা শিখতে শিক্ষার্থী আগ্রহী হয় অর্থাৎ যা শিখলে শিক্ষার্থী উপকৃত হয় সে তাই শিখতে চায়। আর শিখনের জন্য যে দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি অতি আবশ্যক তা বিশেষভাবে স্বীকৃত।

থর্নডাইক তাঁর এই তত্ত্বটি একটি পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেন। তিনি একটি ক্ষুধার্থ বিড়ালকে খাঁচার মধ্যে রেখে খাঁচা বন্ধ করে দেন। খাঁচাটির দরজা খোলার জন্য একটি লিভার এর ভিতরেই ছিল। এবার খাঁচাটির বাইরে বিড়ালের পছন্দনীয় খাবার রাখা হয় যাতে বিড়ালটি দেখতে ও গন্ধ নিতে পারে। ক্ষুধার্থ বিড়ালটি খাবার গ্রহণ করার জন্য খাঁচার ভিতরে বিক্ষিপ্ত ছোটাছুটি করে। এক সময় হঠাৎই লিভারে চাপ পড়ে খাঁচাটি খুলে যায়, এবং বিড়ালটি বেরিয়ে এসে বাইরে রাখা খাবারটি খেতে পেরেছে। এরপর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা হয়। এভাবে কয়েকদিনের অনুশীলনে থর্নডাইক দেখতে পেলেন যে, বিড়ালটির প্রথমদিনের মতো বিক্ষিপ্ত ছোটাছুটি ধীরে ধীরে কমে আসে এবং এভাবে বেশ কয়েকদিনের অনুশীলনের ফলে বিড়ালটিকে খাঁচায় আটকে রাখলেই নির্দিষ্ট লিভারে চাপ দিয়ে খাঁচা খুলে বেরিয়ে আসে। প্রথমবার বের হয়ে আসতে বিড়ালের সময় লেগেছিল ১৬০ সেকেন্ড। ২৪তম প্রচেষ্টায় খাঁচা থেকে বের হয়ে আসতে তার সময় লেগেছিল মাত্র ৭ সেকেন্ড। এ থেকে বোঝা যায় প্রাণী প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভুল শুধরে শিখে। আর শিখন তখনই সংঘটিত হয় যখন প্রাণী উদ্দীপক আর প্রতিক্রিয়ার মাঝে সঠিক সংযোগ সাধন করতে পারে। থর্নডাইকের মতে শুধু ইতর প্রাণীই নয় মানুষও এই পদ্ধতিতে শিখে থাকে।

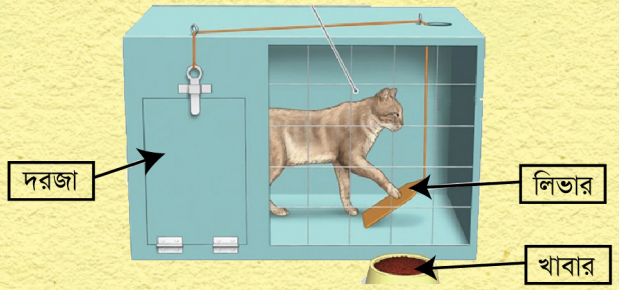

থর্নডাইকের এ পরীক্ষণকে ব্যাখ্যা করলে আমরা দেখতে পাই যে, বিড়ালটি খাঁচা খোলার কৌশল না জানলেও সে বেরিয়ে আসার জন্য নানাবিধ উপায় প্রচেষ্টা ও অনুশীলন করছিল। কারণ খাবার গ্রহণের প্রবল ইচ্ছা ও আগ্রহ তাকে এই প্রচেষ্টা করতে আগ্রহী করেছে। পাশাপাশি তার শারীরিক সক্ষমতাও ছিল। অতঃপর বিড়ালটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসার লাভজনক পরিণতি হিসেবে সে খাবার গ্রহণ করতে পারে। এই তিনটি বিষয়কে থর্নডাইক যথাক্রমে অনুশীলন, প্রস্তুতি ও ফললাভের সূত্র বলে আখ্যা দিয়েছেন যা শিখন সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য আবশ্যক।

শিক্ষাক্ষেত্রে থর্নডাইকের মতবাদের গুরুত্ব

● উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সার্থক সম্বন্ধ স্থাপন করতে হলে মানসিক প্রস্তুতি দরকার। শ্রেণিকক্ষে এই তত্ত্বের ব্যবহার শিক্ষকের পাঠদান কার্যক্রমে সার্থকতা এনে দেয়।

১। শিক্ষক যেকোনো বিষয় পাঠদানের পূর্বে বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের অবতারণা করে শিক্ষার্থীদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে পারেন।

২। এ ব্যাপারে পূর্বপাঠের আলোচনা অথবা প্রাসঙ্গিক উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ গ্রহণের জন্য মানসিক-ভাবে প্রস্তুত করা শিক্ষকের জন্য সহজ হয়।

৩। বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর আদায় করে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের সাথে সম্পৃক্ত করা যায়।

● উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বার বার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে শিখন সুদৃঢ় হয়। আবার উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের এই প্রক্রিয়া যদি দীর্ঘদিন চর্চা না করা হয় তবে এই শিখন শিথিল হয়ে পড়ে। কিন্তু কিছু কিছু শিখনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন- সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো ইত্যাদি। তাই শ্রেণি পাঠদানের ক্ষেত্রে,

১। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু উপকরণ ও উদাহরণসহ বারবার উপস্থাপনের ফলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে শ্রেণিকক্ষেই তা আয়ত্ত করা সহজ হয়।

২। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পাঠের পুনরালোচনা ও সারমর্ম আদায়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্থায়ীভাবে পাঠটি আয়ত্ত করতে পারে।

৩। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বার বার সংযোগ স্থাপন করতে পারলে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করা সহজ হয়। বিশেষ করে বর্ণমালা, সংখ্যাগণনা, নামতা ও বানান শিখনে এই পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর।

● উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগের ফল যদি ভালো হয় বা

তৃপ্তিদায়ক হয় তবে শিখন দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার ফল যদি তৃপ্তিদায়ক না হয় তবে প্রাণী তা এড়িয়ে চলে।

১। যেকোনো বিষয়ের পাঠদানের সময় শিক্ষক বার বার সংযোগ স্থাপন করতে পারলে শিক্ষার্থীরা সহজে এবং আনন্দের সাথে পাঠগ্রহণ করতে পারবে।

২। শিক্ষার্থীদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে মিল রেখে শিক্ষক পাঠদান করতে পারলে তাদের কাছে পাঠটি সহজবোধ্য হবে।

৩। বিদ্যালয়ের কার্যাবলির অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন সুবিন্যস্তভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরতে পারলে তারা এ কাজ করে আত্মপ্রত্যয় ও সাফল্য পেতে পারে।

৪। শিক্ষার বিষয়বস্তু সহজ থেকে কঠিন, জানা থেকে অজানার দিকে এগিয়ে নিয়ে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে পারবে।

৫। একই বিষয়বস্তু বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করলে তাদের শিখন দৃঢ় হবে।

৬। শিক্ষকের যথাযথ প্রশংসা শিক্ষার্থীদেরকে পাঠে উদ্দীপনা জাগাতে পারে।

৭। কোনো বিষয় শিক্ষার্থীর নিকট কঠিন মনে হলে, বার বার অনুশীলন করার সুযোগ দিতে হবে এবং ভুল করলে তিরস্কার না করে বরং তাকে আবারও চেষ্টা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

শিখন সুসংসহত, সুবিন্যস্ত এবং ফলপ্রসূ

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের নিকট বিষয়বস্তু উপস্থাপন ও শিখনের জন্য এই তত্ত্বটি বেশ সহযোগী ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ এ স্তরে অধিকাংশ বিষয়বস্তুই শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন। শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক থর্নডাইকের শিখনের সূত্র ব্যবহার করে শিখনকে আরও সুসংহত, সুবিন্যস্ত ও ফলপ্রসূ করতে পারেন। যেমন:

- কোনোকিছু শেখার বা সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদেকে তার তাৎপর্য অনুধাবন করানোপূর্বক শেখার বা সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদের নানামুখী প্রচেষ্টার জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন।
- সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীরা যেন স্বাধীনভাবে প্রচেষ্টা চালাতে পারে শিক্ষক সে বিষয়ে লক্ষ রাখবেন। এবং সমস্যার একাধিক সম্ভাব্য সমাধান যাচাই-বাছাই করে তুলনামূলক উপযুক্ত সমাধান যেন গ্রহণ করতে পারে সে দিকে লক্ষ রাখবেন।
- শিক্ষার্থীরা যা শিখবে তার সাথে তাদের অতীত অভিজ্ঞতার মিল খুঁজে বের করতে উৎসাহ প্রদান করতে হবে, যাতে তারা নিজেদের শিখনের ফলপ্রসূতা অনুধাবন করতে পারে। এতে শিখনে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার বন্ধন দৃঢ় হবে এবং শিখন দীর্ঘস্থায়ী হবে।
- নতুন কোনোকিছু শিখনের সময় কোন অংশ কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন অংশ বর্জনীয় তা যেন শিক্ষার্থীরা সঠিক অনুধাবন করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখবেন।
- শিক্ষার্থীরা যেন তাদের নানাবিধ প্রচেষ্টার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে শিক্ষক সেদিকে লক্ষ রাখবেন।

শিখনের বিভিন্ন সময় শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজে উৎসাহ দিবেন ও প্রশংসা করবেন। এছাড়াও শ্রেণিকক্ষে অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখতে উৎসাহ প্রদান বা পুরস্কার প্রদান করতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীরা আচরণ সংযত রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে।■

শ্রেণিকক্ষের একটি মজার খেলা : ওনিয়ন রিং

মোঃ ইনাম উল্লা খান
সহকারী শিক্ষক, ষাড়েরগজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

ওনিয়ন রিং গেম শ্রেণিকক্ষের একটি মজার খেলা। এই খেলাটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের 'ইংরেজি' কথা বলার ক্ষেত্রে মৌখিক জড়তা দূর হয়। এই খেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের 'শোনার দক্ষতা' এবং 'বলার দক্ষতা' বৃদ্ধি পায়।

পরিচালনা পদ্ধতি

শ্রেণিশিক্ষক ৮ বা ১০ বা আরও কম-বেশি শিক্ষার্থী নিয়ে শ্রেণিকক্ষের সামনে এনে মুখোমুখি হয়ে দুইটি বৃত্ত তৈরি করে

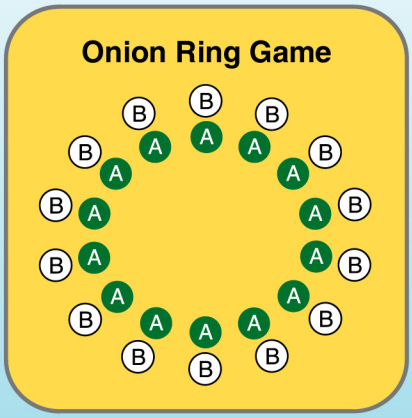

দাঁড়াতে বলবেন। ভিতরের বৃত্তাকার শিক্ষার্থীরা হবে এ-দল এবং বাইরের বৃত্তাকার শিক্ষার্থীরা হবে বি-দল। এ-দল এর শিক্ষার্থীরা গোলাকার বৃত্তে বি-দল শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি হয়ে একে অন্যকে প্রশ্ন করবে, বানান জিজ্ঞেস করবে, শব্দার্থ জিজ্ঞেস করবে, ডায়ালগ অনুশীলন করবে ইত্যাদি।

এভাবে শিক্ষকের পাঠের চাহিদা অনুযায়ী খেলাটি চলমান রাখবেন বা সমাপ্ত করবেন।■

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোভিডকালীন নিরাময়মূলক ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অবস্থা যাচাই

কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে চলমান বৈশ্বিক কর্মচাঞ্চল্য হঠাৎ করে থেমে যাওয়ায় বিশ্বের সকল ধারার বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী সবাইকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। সরাসরি পাঠদানের যে প্রক্রিয়া তা এই কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশের শিক্ষা কার্যক্রমও গত ১৭ মার্চ, ২০২০ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বন্ধ ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছে। ইউনিসেফ ও ইউনেস্কো (২০২১) তথ্য প্রকাশ করে যে, ২০২০ সালের প্রথম দিকে কোভিড-১৯ মহামারি বিস্তারের পর থেকে স্কুল বন্ধ থাকায় বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭০ লাখ শিশুর পড়াশোনা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

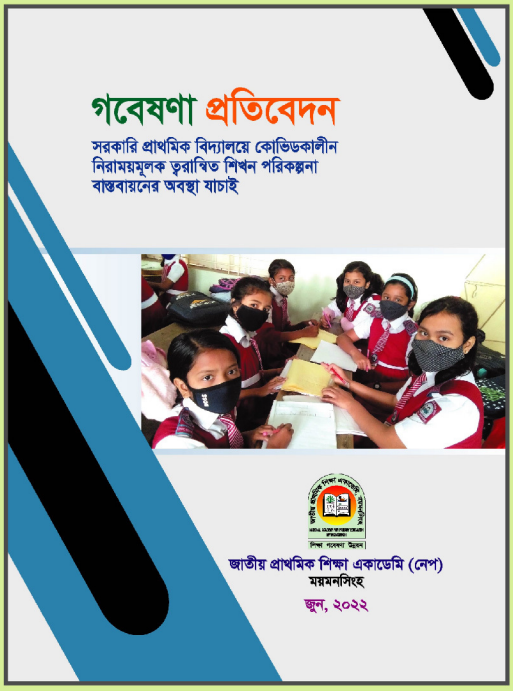

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ হতে পুনরায় শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করা হয়। শিখন-ঘাটতি পূরণকল্পে বিভিন্ন অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর সহযোগিতায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুকে 'Must learn, Should learn, Nice to learn' এই তিনটি ভাগে বিবেচনায় নিয়ে "শিখন-ঘাটতি পূরণে ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা, ২০২১ (ARLP-2021)" প্রণয়ন করে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সহায়তায় এই পরিকল্পনাটি সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাস্তবায়ন শুরু হয়।

বাংলাদেশ পূর্বে কখনোই জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা (জপশি) এর মুখোমুখি হয় নাই। তাই প্রথমবার জপশি'র মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপের রেকর্ড রাখা জরুরি হয়ে পড়ে যাতে ভবিষ্যতে এই রকম পরিস্থিতিতে পূর্বের অভিজ্ঞতা বাস্তবায়ন করা যায়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে শিক্ষার্থীদের শিখন–ঘাটতি পূরণে প্রণীত এই ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে, বাস্তবায়নে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য আর কী কী করণীয় আছে এ বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) দেশব্যাপী গবেষণা কাযর্ক্রম পরিচালনা করে। এ গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল নিরাময়মূলক ত্বরান্বিত শিখন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাত্রা নিরূপণ, বাস্তবায়নের সমস্যাসমূহ শনাক্তকরণ এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপায় চিহ্নিতকরণ।

নেপ কর্তৃক সম্পাদিত এ গবেষণাটিতে পরিমাণগত এপ্রোচ অনুসৃত হয়েছে। বাংলাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শ্রেণিকক্ষ এই গবেষণার তথ্যের উৎস ছিল। মাল্টিস্টেজ ক্লাস্টার নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রতি বিভাগ থেকে ২টি করে জেলা নির্বাচন করে মোট ১৬টি জেলা এবং প্রতি জেলা থেকে ২টি করে মোট ৩২টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। একই সাথে ভৌগোলিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে ৩২টি উপজেলার মধ্যে ২২টি সমতল, ৩টি পাহাড়ী, ৩টি হাওড়, ২টি চর এবং ২টি উপকূলীয় উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতি উপজেলা থেকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ২টি করে মোট ৬৪টি বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতি বিদ্যালয় থেকে ৬ জন শিক্ষার্থী রীতিবদ্ধ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়। গবেষণায় মোট ৩৮৪জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতি বিদ্যালয়ের চলমান রুটিনে যে সকল শিক্ষকের শ্রেণি কার্যক্রম নির্ধারিত ছিল এমন ২জন (প্রধান/সহকারী শিক্ষক) করে ১২৮ জন শিক্ষক এবং ৬৪টি শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এ গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে স্ট্যাটিসটিক্যাল প্যাকেজ ফর দা সোশ্যাল সাইন্স (SPSS) ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে কতগুলো সুপারিশ নির্ধারণ করে। এগুলো হলো-শিক্ষকদের Accelerated Remedial Lesson Plan (ARLP) বিষয়ে ধারণা আরও স্পষ্ট করা, কাঙ্ক্ষিত শিখনফল অর্জন করার জন্য এক পিরিয়ডে শিক্ষার্থীর ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা, শিক্ষক সংস্করণ/শিক্ষক নির্দেশিকা অনুসরণে উৎসাহিত করা এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা, সাপ্তাহিক রুটিনে সকল শ্রেণির পিরিয়ড সংখ্যা বাড়ানো, উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য শিক্ষকগণ কর্তৃক হোম ভিজিটের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা, দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক কর্তৃক রিমেডিয়াল ব্যবস্থা গ্রহণ করা, মূল্যায়নের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করে শিক্ষকদের সরবরাহ করা।

এই গবেষণাটির ফলাফল জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা নিয়ে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট গবেষকদের জন্য নতুন দ্বার উন্মোচিত করবে। এছাড়া এই গবেষণার সুপারিশসমূহ ভবিষ্যতের জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা (জপশি)-এর ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করবে। ■

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষকগণের শিক্ষক কার্যকারিতা পরিমাপ

একজন কার্যকর বা মানসম্মত শিক্ষক জানেন কোন দক্ষতা ও জ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্য অপরিহার্য । কার্যকর বা মানসম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কার্যকর শিখনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা ছাত্রদের শিক্ষাগত, মনোভাবগত এবং সামাজিক ফলাফলে ইতিবাচক অবদান রাখে এবং তারা কার্যকরভাবে সহকর্মী, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকদের সাথে কাজ করতে পারে (Goe, Bell, & Little, 2008) । তাছাড়া এসডিজি ৪-এর লক্ষ্যমাত্রায়ও ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্মত শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে । তাই বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ কতটা কার্যকরভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন এবং সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা নির্ধারণের জন্য নেপ Measuring Teacher Effectiveness for Primary Teachers in Bangladesh শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করে ।

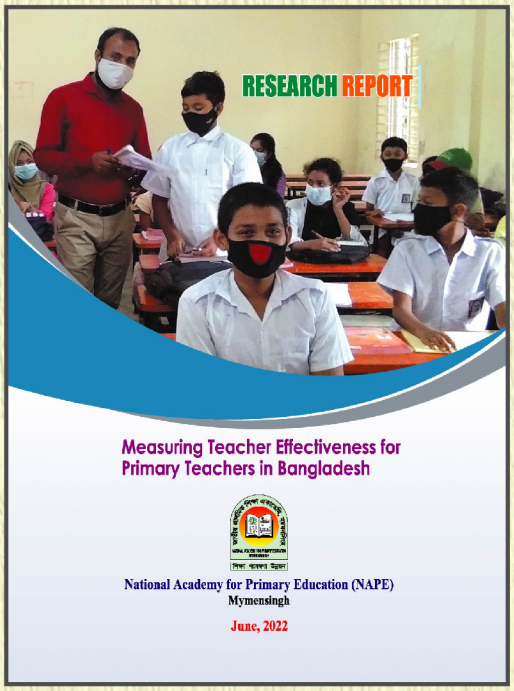

আলোচ্য গবেষণাটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল-বিভিন্ন পরিমাপ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষক কার্যকারিতা পরিমাপ করে মানসম্মত শিক্ষকতার সূচকগুলো শনাক্ত করা । গবেষণাটির বিশেষ উদ্দেশ্যগুলো হলো– (ক) বিভিন্ন পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষক কার্যকারিতা পরিমাপ করা; (খ) বিভিন্ন পদ্ধতি দ্বারা প্রাপ্ত শিক্ষক কার্যকারিতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং (গ) তুলনামূলক বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষক কার্যকারিতার কার্যকরী সূচক চিহ্নিত করা । শিক্ষকদের কার্যকারিতা পরিমাপের কোনো সর্বজন বিদিত নিয়ম নেই । বিভিন্ন দেশ তাদের প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপ পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে । বিভিন্ন গবেষণা বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, এ জাতীয় গবেষণা সাধারণত পরিমাণগত পদ্ধতি অনুসরণে পরিচালিত হয় । তাই এই গবেষণাটিও পরিমাণগত পদ্ধতি অনুসরণ করেছে যেখানে চার ধরনের পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষক কার্যকারিতা পরিমাপ করা হয়েছে । প্রথমত, শিক্ষকগণের স্ব-মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক কার্যকারিতা পরিমাপ করা হয়েছে যেখানে ১২০জন শিক্ষক পাঁচমাত্রার রেটিং স্কেলের মাধ্যমে তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন । দ্বিতীয়ত, ২৪জন প্রধান শিক্ষক একজন একাডেমিক সুপারভাইজার হিসেবে পাঁচমাত্রার রেটিং স্কেলের মাধ্যমে তার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মূল্যায়ন করেছেন । তৃতীয়ত, ৪৮০জন শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষকদের মূল্যায়ন করেছেন যা বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি । চতুর্থত, শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ চেক লিস্টের মাধ্যমেও শিক্ষক কার্যকারিতা পরিমাপ করা হয়েছে যেখানে পাঁচমাত্রার রেটিং স্কেল ব্যবহার করা হয়েছে । পাঁচটি ভৌগোলিক অবস্থান (সমতল, উপকূল, পাহাড়, চর এবং হাওড়) বিবেচনায় রেখে মাল্টিস্টেজ ক্লাস্টার নমুনায়ন পদ্ধতিতে গবেষণার নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে ।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের সাথে সম্পর্কিত ১১টি সূচক (বিষয়জ্ঞান, শিক্ষণ বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান, পেশাগত আচরণ, পেশাগত দক্ষতা, শিক্ষা-উপকরণের ব্যবহার, শিক্ষকের প্রস্তুতি, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখন চর্চা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক উন্নয়ন দক্ষতা, শেখন-শিখানো পদ্ধতি, মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন কৌশল, আইসিটি দক্ষতা) এবং শিক্ষকের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩টি সূচক (শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত ডিগ্রি, চাকরির অভিজ্ঞতা) বাংলাদেশের শিক্ষকদের কার্যকর শিক্ষক হওয়ার নির্দেশক হিসেবে কাজ করছে ।

গবেষণার ফলাফলে আরও দেখা যায়, শিক্ষাগত যোগ্যতা যাই হোক না কেন, শিক্ষকদের মধ্যে ৬০% তাদের একাডেমিক এবং পেশাগত কার্যক্রম নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন যেখানে প্রধান শিক্ষকদের মূল্যায়নে পাওয়া গেছে যে, অধিকাংশ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী শিক্ষক সন্তোষজনকভাবে কার্যকর শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন । যদিও শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণে পাওয়া গেছে, মাত্র ২০% শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কার্যকর শিক্ষক হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছেন । ফলাফলে আরও পাওয়া গেছে, অধিকাংশ সি-ইন-এড ও ডিপিএড ডিগ্রিধারী শিক্ষকগণ এবং অধিকাংশ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকগণ সন্তোষজনকভাবে কার্যকরভাবে শিক্ষকতা করতে পারছেন । বাংলাদেশে কার্যকর শিক্ষক বা অন্যভাবে বললে শিক্ষক মূল্যায়ন বিষয়টি খুব একটা পরিচিত ধারণা নয় । তাই কর্তৃপক্ষ নিয়মিত শিক্ষক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করলে সবাই এর সাথে অভ্যস্ত হতে পারবেন । তাছাড়াও শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকগণের প্রত্যাশার সাথে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকগণের দক্ষতার যে ব্যাপক পার্থক্য পাওয়া গেছে তা কমিয়ে আনার জন্য শিক্ষকগণ যাতে তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা শ্রেণিকক্ষে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারেন সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন । গবেষণায় বিভিন্ন পরিমাপ পদ্ধতির মধ্যে যে পার্থক্য পাওয়া গেছে তার কারণ উদ্‌ঘাটনের জন্য আরও গভীর ও ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন । তাছাড়াও কার্যকর সূচকগুলো কীভাবে শিক্ষকগণ সহজে অর্জন করে নিজেদেরকে মানসম্মত শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলবেন সেজন্যও ব্যাপকভিত্তিক গবেষণা করা প্রয়োজন । ■

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির উদ্বোধন

২১ মার্চ ২০২২ সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি উদ্বোধন করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন, এমপি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে কানেক্টিভিটি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেন, আজকের শিক্ষার্থীরা আগামীর বাংলাদেশকে সম্পদে ও সুনামে ভরিয়ে দেবে। আর প্রাথমিক শিক্ষা যেহেতু জাতির ভিত নির্মাণ করে, তাই মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার জন্য বরাদ্দকে সরকার ব্যয় মনে করে না, বরং এটি ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ। তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ইন্টারনেট সেবা শিক্ষাসেক্টরে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। বিশেষ অতিথি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান বলেন, ইন্টারনেট সেবার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান, দক্ষতা, মননশীলতা বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান সরকার গ্রামীণফোনের সহায়তায় ৪১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ পর্যায়ে ইন্টারনেট কানেকশন প্রদান করছে। ক্রমান্বয়ে সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ইন্টারনেট সেবার আওতায় আসবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন অধিদপ্তরের পরিচালক বদিয়ার রহমান, গ্রামীণফোন লিমিটেডের সিইও ইয়াছির আজমান, সিবিও মো. নাসার ইউসুফ প্রমুখ।

বিদ্যালয়কে শিশুর আনন্দময় প্রিয় প্রাঙ্গণ হিসেবে গড়ে তুলতে 'দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্প' উদ্বোধন

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বর্তমান সরকার অব্যাহতভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সম্প্রতি 'ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্প' শীর্ষক একটি প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে। ১১ মে ২০২২ বুধবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন রাজধানীর মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্পটির শুভ উদ্বোধন করেন।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ মেয়াদকালে সম্ভাব্য ১১৫,৯২০.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢাকা মহানগরীর ১৫৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৯৭৫টি শ্রেণিকক্ষ নতুনভাবে নির্মাণ, ১৭৭টি বিদ্যালয়ের ১১৬৭টি কক্ষের অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ এবং উত্তরায় ৩টি ও পূর্বাচলে ১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নতুনভাবে স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে শিক্ষায় সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও শতভাগ ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেন, ঢাকা মহানগরীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো নতুন রূপে সাজানো হবে। এতে প্রায় দুই লাখ শিক্ষার্থীর শিশুবান্ধব শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ নিশ্চিত হবে।

অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম বলেন, শিক্ষাকে আনন্দময় এবং বিদ্যালয়কে শিশুর প্রিয় জায়গা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে নির্মিত ভবনগুলো হবে আধুনিক। শ্রেণিকক্ষে থাকবে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। শিশুদের জন্য খেলাধুলার ব্যবস্থা, বিনোদনের ব্যবস্থা, অভিভাবকদের জন্য অপেক্ষা কক্ষসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থাকবে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মুজিবুর রহমান এবং প্রকল্প পরিচালক মিজানুর রহমান।

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে অনলাইন বদলির পাইলটিং কার্যক্রম উদ্বোধন

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বদলি প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২৯ জুন ২০২২ বুধবার গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলা থেকে অনলাইন বদলির পাইলটিং কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে কালিয়াকৈর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোঃ মুহিবুর রহমান প্রমুখ। অনলাইন বদলি প্রক্রিয়ার পাইলটিং কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে প্রধান অতিথি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক বলেন, অনলাইনে বদলির এ কার্যক্রম শিক্ষকদের শান্তি ও স্বস্তি দেবে, তারা একাগ্রচিত্তে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে মনোনিবেশ করতে পারবে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষকদের হাতে আগামীর বাংলাদেশ, এ বাংলাদেশ যাতে মেধা ও জ্ঞান-নির্ভর হয়ে গড়ে ওঠে সেজন্য সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। তিনি বলেন, চলমান ৪৫ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে আরও ৩০ হাজার শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করবে মন্ত্রণালয়।

সিনিয়র সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান তাঁর বক্তৃতায় বলেন, অনলাইন বদলি কার্যক্রম শিক্ষকদের দিয়ে শুরু হলেও পরবর্তী ধাপে অধিদপ্তরের অন্যান্য পর্যায়ের কর্মকর্তারাও এ প্রক্রিয়ায় চলে আসবেন। পাইলটিংয়ে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে, তা নিয়ে বিরূপ সমালোচনা না করে কর্তৃপক্ষের নজরে আনার অনুরোধ জানান।

অনুষ্ঠানে অনলাইন বদলির জন্য তৈরিকৃত সফটওয়্যারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন অধিদপ্তরের আইটি বিভাগের কর্মকর্তারা। পরে সফটওয়্যারের মাধ্যমে কালিয়াকৈরে কর্মরত সহকারী শিক্ষক হাসান উদ্দিন ও ফাতেমা বেগম অনলাইনে বদলির আবেদন করেন। এ কার্যক্রম ১৫ জুলাই, ২০২২ খ্রি. থেকে শুরু হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, ফলাফলধর্মী কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদান এবং কার্যক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে সরকারি অফিসসমূহে 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)' প্রবর্তন করে। তারই ধারাবাহিকতায় ২৬ জুন ২০২২ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর এবং সংস্থার প্রধানগণ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সিনিয়র সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খানের সঙ্গে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন ।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন, এমপি। দপ্তর ও সংস্থা প্রধানদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোঃ মুহিবুর রহমান, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ আতাউর রহমান, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মহাপরিচালক মোঃ শাহ আলম ও শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের পরিচালক মোঃ আবুল বশার।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন, এমপি বলেন, সরকারি কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সঠিক সময়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এতে বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রিতা, অপচয় ও দুর্নীতি রোধ হবে। একইসাথে দেশপ্রেম, সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার সাথে কাজ করে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে হবে।

কুড়িগ্রামের খঞ্জনমারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উদ্বোধন

১৯ মার্চ ২০২২ কুড়িগ্রাম জেলার ব্রহ্মপুত্র নদের অপরপারের রৌমারী উপজেলার খঞ্জনমারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন, এমপি। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সাদা পায়রা উড়িয়ে, ফিতা কেটে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা এদেশের ভবিষ্যৎ। তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে দেশ। তোমরা সুশিক্ষা অর্জন করে কেউ সচিব, কেউ চিকিৎসক, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

তিনি আরও বলেন, এলাকার রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্টের উন্নয়নসহ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের নতুন বই ও উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে অনেক ছাত্রছাত্রী আজকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করে। তাই তোমাদেরও লেখাপড়া ভালো করে করতে হবে। তবেই উন্নত ও সফল মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে নিতে পারবে।

'চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা

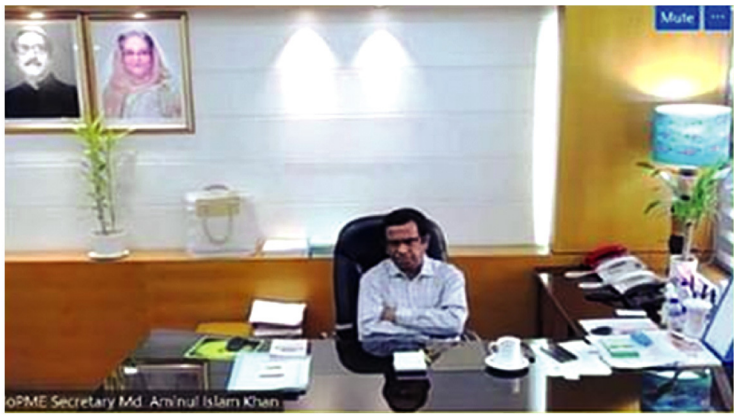

১৫ মার্চ, ২০২২ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমকি ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সিনিয়র সচিব বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার নতুন শিক্ষাব্যবস্থার কাজে হাত দিয়েছে। নতুন এই শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মুখস্থবিদ্যার বদলে কৌতূহলী করে তুলবে। তাদের গবেষণা ও ভাবনার শক্তিকে কাজে লাগাতে সহায়তা করবে।

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান আরও বলেন, শিক্ষককেন্দ্রিক ব্যবস্থা থেকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষায় উত্তরণে সরকার গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশু তার জানার পরিধি বাড়াবে, আপন ভুবন সাজাবে। সে নিজেই নানা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে, তা মোকাবিলা করে অভীষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাবে। শিক্ষার শক্তিই পৃথিবীর অপার সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ স্বপ্নকে সত্যি করতে পারে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক সোহেল আহমেদ ও পরিচালক হামিদুল হক। অংশগ্রহণকারীদের অনেকে সশরীরে আবার কেউ কেউ ভার্চুয়ালি কর্মশালায় অংশ নেন।

কর্মশালায় 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে শিক্ষায় সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ এবং আমাদের করণীয়' বিষয়ে চারটি ক্ষেত্রে (কনটেন্ট ও শিখন-শেখানো কার্যক্রম, শিক্ষক সক্ষমতা উন্নয়ন, মূল্যায়ন ও অবকাঠামো) চারটি দলের দলীয় কাজ উপস্থাপন করা হয়।

প্রাগম সিনিয়র সচিব কর্তৃক 'তাজকেরা-গোলাম মোস্তফা সেন্টার ফর টিচিং এন্ড লার্নিং' উদ্বোধন

৪ জুন ২০২২ শনিবার বিকেলে ঢাকার আশুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ডিআইইউ) আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'তাজকেরা- গোলাম মোস্তফা সেন্টার ফর টিচিং এন্ড লার্নিং সেন্টারের' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিনিয়র সচিব আমিনুল ইসলাম খান বলেন, শিক্ষা অজ্ঞতা-অন্ধতার অবসান ঘটিয়ে আলোকিত আগামীর পথ দেখায়। শিক্ষা সমাজে কাঙ্ক্ষিত ইতিবাচক পরিবর্তনই শুধু আনে না, এটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি সমৃদ্ধ জীবনের দুয়ার খুলে দেয়। তাই দেশ ও সমাজকে সাজাতে শিক্ষার বিকল্প নেই। আর মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করতে মানসম্মত শিক্ষক অপরিহার্য। মানসম্মত শিক্ষক সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণ আত্মজিজ্ঞাসার দুয়ার খুলে দেয়। সৃষ্টি করে আত্মপ্রত্যয়।

তিনি আরও বলেন, উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও শিক্ষণ মান উন্নয়ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রদের মাঝে কৌতূহল সৃষ্টি, তাদের মননে জানার জন্য অনন্ত পিপাসা জাগ্রত করতে পারাই সফল শিক্ষকের পরিচায়ক। তিনি বদলে যাওয়া পৃথিবীর পরিবর্তিত রূপের সাথে উপযোগী করে শিক্ষার্থী গড়ে তুলতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এম লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন আমেরিকার পুরডিউ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোঃ আহমেদ মোস্তফা, অধ্যাপক আহমেদ ইসমাইল মোস্তফা, বিচারপতি জামিল মোস্তফা, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সারওয়ার কামাল প্রমুখ।

সি-ইন-এড পরীক্ষা, ২০২১-এর ফলাফল প্রকাশ

৮ জুন ২০২২ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে ২০২১ সালের সি-ইন-এড পরীক্ষার ফলাফল। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির ডিপিএড বোর্ডের সভার অনুমোদনক্রমে এই ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ৭টি পিটিআই (রাজশাহী, রাজবাড়ী, রংপুর, পঞ্চগড়, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি এবং হাজী কাশেম আলী বেসরকারি পিটিআই) থেকে মোট ৩৬৩জন পরীক্ষার্থী উক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ৩৫৭জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। পাশের হার ৯৮.৩৪%। প্রতিটি পিটিআইতে ই-মেইলের মাধ্যমে ফলাফল প্রেরণ করা হয় এবং একইসাথে সকল পরীক্ষার্থীর মোবাইলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসএমএস পাঠানো হয়। পরীক্ষার ফলাফল নেপ-এর ওয়েবসাইটে (www.nape.gov.bd) আপলোড করা হয়।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিতে নবনিযুক্ত পিটিআই ইনস্ট্রাক্টরগণের ইনডাকশন প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পেশাগত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। মাঠপর্যায়ের উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং পিটিআই ইনস্ট্রাক্টর ও ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টরগণের ধারাবাহিক পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষাবিভাগের নবনিযুক্ত কর্মকর্তাগণের ইনডাকশন/ ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ এগুলোর অন্যতম। সম্প্রতি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই)-এ বিজ্ঞান, চারু ও কারু এবং কৃষি বিষয়ের ইনস্ট্রাক্টর নিয়োগ প্রদান করা হয়। পিটিআইয়ে নবনিযুক্ত ইনস্ট্রাক্টরগণকে সরকারি চাকরির মৌলিক বিধি-বিধান, ডিপিএড কোর্স এবং প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদানের জন্য প্রতি ব্যাচে ৪০জন করে ৩০ দিনব্যাপী (১২ জুন-০৭ জুলাই ২০২২) ইনডাকশন প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। ১২ জুন ২০২২ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান জুম ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। এ-অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান। বিশেষ অতিথি হিসাবে সংযুক্ত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ড. উত্তম কুমার দাশ, সভাপতিত্ব করেন জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মহাপরিচালক মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)। প্রশিক্ষণ কোর্সটি ব্লেন্ডেড পদ্ধতিতে প্রথম ১০দিন ভার্চুয়াল এবং পরবর্তী ২০দিন মুখোমুখি অধিবেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কোর্স শেষে সার্বিক ও চূড়ান্ত মূল্যায়নে ব্যাচ ১-এর প্রশিক্ষণার্থী মোঃ সাদিক হাসান, ইনস্ট্রাক্টর (বিজ্ঞান), পিটিআই নাটোর এবং ব্যাচ ২-এর প্রশিক্ষণার্থী মোফাসসিরা মনি, ইনস্ট্রাক্টর (কৃষি), পিটিআই লক্ষ্মীপুর প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ডিজি এ্যাওয়ার্ড-এ ভূষিত হন।

নেপ-এ জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

জাতির পিতার স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা একান্ত জরুরি। বর্তমান জনবান্ধব সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণীত হয়েছে। এই কৌশলের আওতায় প্রশাসনে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় গণকর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনায় ২০১৭ সাল থেকে 'জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার' প্রবর্তন করা হয়। নির্দেশনার আলোকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) প্রতিবছর 'জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার' প্রদান করছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শুদ্ধাচার চর্চা, নৈতিকতা, পেশাগত দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, শৃঙ্খলাবোধ, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শিতা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে আগ্রহ এবং অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যক্রম সঠিক সময়ে বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য নেপ-এর ২-৯ গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্য থেকে দিলীপ কুমার সরকার, প্রোগ্রামার এবং ১০-১৬ গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্য থেকে মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এবং ১৭-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্য থেকে মীর মোঃ আবুল কাশেম, অফিস সহায়ক এবং মোঃ বাবুল ইসলাম, অফিস সহায়ক-কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তদের ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করেন মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি।

সচিত্র সংবাদ

National Curriculum Co-ordination Committee (NCCC) কর্তৃক 'জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা, ২০২১' অনুমোদন অনুষ্ঠানে (২৯ মে, ২০২২) প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি, এমপি এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ

২৭ জুন, ২০২২ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে স্কাউটিং আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন, এমপি-কে বাংলাদেশ স্কাউটস-এর সর্বোচ্চ "রৌপ্যব্যাঘ্র" পদকে ভূষিত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ৫১তম বর্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ

'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রাগম সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, মহাপরিচালক (গ্রেড ১) আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম

১২ মার্চ, ২০২২ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন, এমপি উলিপুরে বইমেলার উদ্বোধন এবং উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে গণিত অলিম্পিয়ার্ড প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেন

কোভিড-১৯ স্কুল সেক্টর রেসপন্স (সিএসএসআর) প্রকল্পের আওতায় দূরশিক্ষণ কার্যক্রমের (টেলিভিশন) স্ক্রিপ্ট ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

প্রাগম সিনিয়র সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে কেক কেটে বঙ্গবন্ধুর ১০২তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২০২২-এর অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস, ২০২২ উপলক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রাগম সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, ও মহাপরিচালক (গ্রেড ১) আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম

১৪ মে ২০২২ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খানকে নেপ ক্যাম্পাসে ফুলেল অভ্যর্থনা জানান নেপ মহাপরিচালক মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)

নেপ-এর কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং অনুষদ সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রাগম সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান ও অতিথিবৃন্দ

ঢাকা পিটিআই-তে ঢাকা বিভাগের ১৩টি পিটিআই-এর ডিপিএড ২০২১-২২ প্রশিক্ষণার্থীদের আন্তঃপিটিআই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম ও ঢাকা বিভাগের উপপরিচালক তাহমিনা খাতুন

৩০ জুন ২০২২ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মুহিবুর রহমান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) বিভাগীয় উপপরিচালকগণের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন

৩ জুন ২০২২ রাজশাহী বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণের সঙ্গে মতবিনিময় এবং রাজশাহী পিটিআই পরীক্ষণ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর মহাপরিচালক মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)

প্রাগম অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মোঃ আবু বকর সিদ্দিক কর্তৃক রংপুরের কানিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন

প্রাগম যুগ্মসচিব শাহনাজ সামাদ দিনাজপুরের মডেল ফুলুশাহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন রংপুর প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় উপপরিচালক মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম

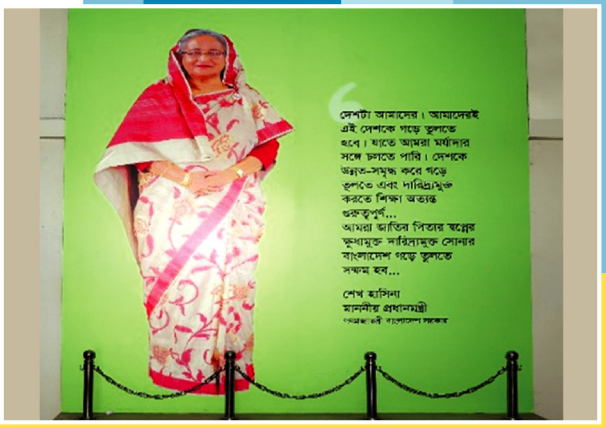

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) কার্যালয়ে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিকৃতি

a2i কর্তৃক নেপ-এ আয়োজিত ডিজিটাল লিডারশীপ জার্নি কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিত নেপ পরিচালক ফরিদ আহ্‌মদ এবং কর্মশালায় উপস্থিত নেপ অনুষদ সদস্যবৃন্দ

২০২১-২২ অর্থ বছরে নেপ-এর প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনে অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র স্থাপন করা হয়। ২৬ মে ২০২২ ময়মনসিংহ ফায়ার সার্ভিস-এর সহায়তায় নেপ কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য অগ্নিনির্বাপণ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়

ঢাকা পিটিআই-তে অনুষ্ঠিত প্রাইমারি এডুকেশন রিটায়ার্ড অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন (প্রারওয়া)-এর প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২২-এ উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার, ২০২১-২০২২
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করছে। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রতিবছর শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২০২১-২২ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দপ্তর প্রধানদের মাঝে শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, চলতি বছরে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠান, প্রাথমিক শিক্ষার কারিকুলাম পরিমার্জন, প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনবৈষম্য নিরসন ও প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় তিনি এই পুরস্কারে ভূষিত হন।

এছাড়া শুদ্ধাচার চর্চায় অবদান রাখায় ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত মোট ১২ (বারো) জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

কর্মস্থল	নাম ও পদবি
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সোহেল আহমেদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
	মোঃ রফিকউল্লা, উচ্চমান সহকারী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
	মোঃ জিকরুল ইসলাম, অফিস সহায়ক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
মাঠপর্যায় (বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে)	মোঃ মাহবুব এলাহী, বিভাগীয় উপপরিচালক (পিআরএল), খুলনা
	তাপস কুমার পাল, শিক্ষা অফিসার, বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম
	জি, এম আবু সাঈদ, উচ্চমান সহকারী, বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়, খুলনা
	মোঃ লিয়াকত আলী, অফিস সহায়ক, বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, সিলেট
	মোঃ শহীদুল ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, চট্টগ্রাম
	মোঃ বাবুল আকতার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, মাগুরা
	মোঃ জসিম উদ্দিন, অফিস সহায়ক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, খাগড়াছড়ি
	রোজী খন্দকার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, পবা, রাজশাহী
	মোঃ সাইফুল ইসলাম, অফিস সহায়ক, উপজেলা শিক্ষা অফিস, রংপুর সদর, রংপুর

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ জাকির হোসেন, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

মোঃ আতাউর রহমান (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট

মোঃ আবুল বশার (উপসচিব)
পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

সম্পাদকীয় পর্ষদ

মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

ফরিদ আহমদ (যুগ্মসচিব)
পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ
ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মোঃ আবদুল লতিফ মজুমদার
বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

নাসরিন আক্তার
বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা
সম্পাদনা : ভাষা অনুষদ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি
প্রকাশক : জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
প্রকাশকাল : জুলাই ২০২২
সম্পাদকীয় যোগাযোগ : Phone : 02 996 666 165 | E-mail : language.nape@gmail.com

Primary Education Newsletter [Year-1, Issue-2, July 2022]
Edited by : Faculty of Language Education, NAPE
Published by : National Academy for Primary Education, Mymensingh
Published Date : July 2022

মুদ্রণ : সবুজ প্রাঙ্গণ, ৯ আমপট্টি রোড, ময়মনসিংহ ॥
মোবাইল : ০১৭৭৭ ৫৩২ ১৪৪, E-mail : sabujprangon21@gmail.com